যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২৭/০৬/২০২১ (পৃঃ১৬,১১)

কৃষিতে সাফল্যে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল

——— প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে কৃষিতে অর্জিত সাফল্য বাংলাদেশকে বিশ্বের রোল-মডেলে উন্নীত করেছে। আজ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪' প্রদান উপলক্ষ্যে শনিবার দেওয়া এক বাণীতে তিনি একথা বলেন। এ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা এবং যারা এ পুরস্কার পাচ্ছেন তাদেরও আন্তরিক অভিনন্দন জানান। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তির মধ্যে হওয়ায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই কৃষি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম 'নতুন জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-১৯৯৬'

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ২

কৃষিতে সাফল্যে বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রণয়ন করে। এ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয় এবং অতীতের খাদ্যঘাটতি মোকাবিলা করে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছরে দানাদার খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ ভাগ, যার পরিমাণ ১০২ লাখ টন। এছাড়া সবজি, ডাল, পেঁয়াজ, আলু এবং তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৩৪, ৪৪৩, ২৪৮, ৯৬ ও ৭৫ ভাগ। এ সময়ে বিভিন্ন ফসলের ৬৫৬টি উন্নত/উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সারের মূল্য কমিয়ে ডিএপি প্রতি কেজি ৯০ টাকা হতে ১৬ টাকা, টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা এবং ইউরিয়া ২০ টাকা হতে ১৬ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে ১৪ লাখ ১ হাজার ৫৮২ টন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন-সহায়তা দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রায় ৭০ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা বাবদ ৯৩ লাখ ৬৫ হাজার কৃষকের মাঝে প্রায় ১ হাজার ৩১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ সুবিধার আওতায় ১০ টাকায় ৯৫ লাখ ৮১ হাজার ৬৪ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ ভাগ সুদে ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে ১১.১২ লাখ হেক্টর, খাল পুনঃখনন ১০ হাজার ৭৩৬ কিমি, সেচনালা-স্থাপন ২৬ হাজার ১১৪ কিলোমিটার, রাবার-ড্যাম নির্মাণ ১১টি, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ৯ হাজার ১৫টি, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন ৭ হাজার ৪৩৪টি, গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন ১৯ হাজার ১০৮টি এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করা হয়েছে ৩৬ হাজার ৫২৫ হেক্টর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার গৃহীত কৃষিবান্ধব নীতি এবং কার্যক্রমের কারণে দানাদার খাদ্য-উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, ধান ও সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে তৃতীয় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফসহ উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষিবিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ফলে কৃষিপণ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করা হয়। পরে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন-২০১৬' প্রবর্তনের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' আইনগত ভিত্তি পেয়েছে।

সমকাল

তারিখঃ ২৫/০৬/২০২১ (পৃঃ০২)

করোনাকালেও এডিপি বাস্তবায়নে এগিয়ে কৃষি

অগ্রগতি ৭৬ শতাংশ

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনা মহামারির মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ৭৬ শতাংশ, যা জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। মে মাস পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ৫৮ শতাংশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চলতি বছরের মে পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় বলা হয়, গত বছরের মে পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ছিল ৫৯ শতাংশ। এক হাজার ৭৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছিল এক হাজার ৪২ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৫টি প্রকল্পের বরাদ্দ ২ হাজার ৩২২ কোটি টাকার মধ্যে এক হাজার ৭৫২ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭ শতাংশ বেশি।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, করোনা মহামারি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এডিপি বাস্তবায়নে এ সাফল্য এসেছে। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, আর আমাদের কর্মকর্তা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের কারণে।

এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এস এম ইমরুল হাসান ও কম্পিউটার অপারেটর আব্দুল বাতেন সিরাজীর হাতে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ তুলে দেন কৃষিমন্ত্রী।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 25/06/2021 (P:B4)

Agriculture ministry's ADP implementation grows 17pc

STAFF CORRESPONDENT

Ministry of Agriculture has achieved 17 percent growth in implementation of Annual Development Programmes (ADP) till May compared to the same period a year ago.

Despite the second wave of the pandemic, the ministry has implemented 76 percent of the ADP in first 11 months of the fiscal year till May.

The progress is 18 percent higher than the national average, said a meeting held to review the progress of ADP implementation at the ministry's conference room in Dhaka on Thursday.

Agriculture Minister Dr. Abdur Razzaque presided over the meeting.

The national average progress in ADP implementation is 58 percent during the period.

The ministry expects to achieve about 100 percent implementation in the remaining one month.

As of May last year, the ADP implementation progress rate was 59 percent. In the FY2019-20, the total allocation was Tk 17.63 billion and out of the amount, Tk 10.42 billion was spent during the period, the ministry said.

In the current FY2020-21, the total allocation is Tk 23.22 billion to implement 85 projects, and of the amount, Tk 17.52 billion has been spent till May.

Despite the second wave of the pandemic, the ministry has implemented 76 percent of the ADP in first 11 months of the fiscal year till May, says a review meeting that eyes full implementation in the remaining days of the year

Agriculture minister said the ministry has been successful in ADP implementation by tackling the challenges that included natural calamities like floods and the ongoing pandemic.

The minister directed the ministry officials concerned to expand the salinity-tolerant rice variety to the saline lands in the country's southern region.

Dr. Razzaque said many salinity-tolerant varieties of rice including BRRI Dhan 67, BRRI Dhan 97, BRRI Dhan 99 and BINA-10 have already been developed. "But adequate seeds of these should be produced and delivered to the farmers," he said.

He said, "More new varieties and technologies need to be developed to sustain food production and productivity."

Senior Secretary at Agriculture Ministry Md Mesbahul Islam moderated the meeting.

Additional Secretary (Planning) Dr. Md Abdur Rauf, Additional Secretary (PPC) Md Ruhul Amin Talukder, Additional Secretary (Administration) Wahida Akter, Additional Secretary (Extension) Hasanuzzaman Kallol, Additional Secretary (Fertilizers and Materials) Md Mahbubul Islam and Director General of the Department of Agricultural Extension Md Asadullah, among others, were present.

Prior to the ADP meeting, the Minister of Agriculture distributed the Ministry of Agriculture Integrity Awards 2020-21.

This year the three recipients are from the Ministry of Agriculture and departments or agencies under the ministry.

Director General of the Department of Agricultural Extension Md Asadullah, Deputy Secretary SM Imrul Hasan and Computer Operator Abdul Baten Siraj received the awards.